জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার

অতীব জরুরী

# নির্বাচন কমিশন
# বাংলাদেশ
# নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৫০৯

তারিখঃ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ১১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ


ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১


প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, .....(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

## পরিপত্র-১৩

**বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার, নির্বাচনি মালামাল বিতরণ ও ব্যবহার ভোটগ্রহণ**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৬ অনুচ্ছেদে দলীয় মনোনয়ন ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নিম্নরূপ বিধান রয়েছে-

(১) যে কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত এবং স্বাক্ষরিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান বা সচিব বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত পত্রের মাধ্যমে তিনি নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত দলের অন্যান্য মনোনীত প্রার্থী আর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন না।

(৩) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখিত নোটিশ দেয়া হলে বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে কোন অবস্থাতেই তা ফেরত বা বাতিল করা যাবে না।

(৪) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হলে রিটার্নিং অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা দলের চেয়ারম্যান বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহীর তবে রিটার্নিং অফিসার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করবেন।

অতএব উপরিউক্ত বিধান অনুসারে যে ক্ষেত্রে কোন একটি নির্বাচনি এলাকায় নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের একজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে সে প্রার্থীকেই প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করতে হবে। অনুরূপভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রেও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করতে হবে।

২। **নির্বাচনি দ্রব্যাদি বিতরণ**: নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ফরম, প্যাকেট, ম্যানুয়েল, নির্দেশিকা, পোস্টার, লিফলেটসহ যাবতীয় মুদ্রণ সামগ্রী ঢাকার তেজগাঁওস্থ গভর্ণমেন্টে প্রিন্টিং প্রেস হতে এবং বিভিন্ন প্রকার সিল, গালা, স্ট্যাম্প প্যাড, অমোচনীয় কালি ইত্যাদি নির্বাচনি দ্রব্যাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের গোডাউন হতে জেলা সদরে প্রেরণ করা হবে। উল্লিখিত মুদ্রণ সামগ্রী ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি যথাস্থান হতে নির্ধারিত তারিখে সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসকগণ জেলা নির্বাচন অফিসার অথবা অন্য কোন

দায়িত্ববান কর্মকর্তাকে অথরিটিসহ প্রেরণ করবেন। জেলা সদরে প্রেরিত মুদ্রণ সামগ্রী ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি হতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিট্রন এলাকাধীন নির্বাচনি এলাকার মালামাল রিটানিং অফিসার/সহকারী রিটানিং অফিসার বুঝে নিবেন। তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাধীন নির্বাচনি এলাকার মুদ্রণ সামগ্রীসহ নির্বাচনি দ্রব্যাদি রিটানিং অফিসার জেলা নির্বাচন অফিসার বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস/বিজি প্রেস হতে গ্রহণ করবেন। উল্লিখিত মুদ্রণ সামগ্রী ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি বিতরণের তারিখ পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

৩। **পোস্টাল ব্যালট পেপার ও ব্যালট পেপার সরবরাহ:** প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতীক বরাদ্দ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করতঃ নির্বাচন কমিশনে জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা অনুসারে নির্বাচনি এলাকার সমসংখ্যক ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে ব্যালট পেপার মুদ্রণ করা হবে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোস্টাল ব্যালট পেপারও মুদ্রণ করা হবে। পোস্টাল ব্যালট পেপার ও ব্যালট পেপার মুদ্রণের পর মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকার তেজগাঁওস্থ বিজি প্রেস, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ও সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস হতে জেলা পর্যায়ে প্রেরণ করা হবে। আপনি আপনার আওতাধীন ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসার অথবা দায়িত্বশীল কোন কর্মকর্তাকে অথরিটিসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন। ব্যালট পেপার পরিবহন ও বিতরণের সময় সর্বোচ্চ সতর্ক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে কিনা, তা জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপযুক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যালট পেপারসমূহ গ্রহণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক মিলিয়ে দেখতে হবে। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে।

৪। **ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি দ্রব্যাদি ব্যবহার ও বিতরণ:** ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন রকমের ফরম, প্যাকেট এবং অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী ব্যবহৃত হবে। প্রতি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য কি পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজন হবে তা **পরিশিষ্ট-ক**-তে উল্লেখ করা হলো। আপনি যথাসময়ে উল্লিখিত হারে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনি সামগ্রী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করবেন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সংখ্যক ও পরিমান নির্বাচনি দ্রব্যাদি যাতে বিতরণ করা যায়, সেজন্য প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক ও অধিক পরিমান নির্বাচনি দ্রব্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেরিতব্য এ সকল অতিরিক্ত দ্রব্যাদির মধ্য হতে কিছু পরিমাণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংরক্ষিত থাকবে। আবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি প্রতি ভোটকেন্দ্র হিসাবে যে হারে প্রয়োজন তার অতিরিক্ত দ্রব্যাদি প্রিজাইডিং অফিসার একটি কক্ষে মজুদ রাখবেন। জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েলের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নির্বাচনি দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণিত সংখ্যার সাথে এ পরিপত্রের **পরিশিষ্ট-ক** এর বর্ণিত সংখ্যার কিছুটা অমিল থাকতে পারে। আপনি সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্রসহ নির্বাচনের বিভিন্ন কাজে নির্বাচনি দ্রব্যাদি ব্যবহার ও বিতরণের নির্দেশ দিবেন।

৫। **ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহন ও বিতরণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে জেলা পর্যায়ে ও জেলা পর্যায় হতে উপজেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায় হতে ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহন ও বিতরণের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আপনি পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে বিভাগ/আঞ্চলিক বা জেলা পর্যায়ে নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহনে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিভাগ/আঞ্চলিক পর্যায় হতে জেলা পর্যায় এবং জেলা পর্যায় হতে উপজেলা পর্যায়ে দ্রব্যাদি পরিবহন ও বিতরণে অনুরূপ নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬। **মজুদকৃত দ্রব্যাদির ব্যবহার:** কোন কোন জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট কিছু সংখ্যক পিতলের সিল (ব্রাস সিল) মজুদ রয়েছে। সুতরাং পিতলের সিল (ব্রাস সিল) সরবরাহের সময় মোট প্রয়োজন হতে এই মজুদকৃত সিল বাদ দিয়ে সরবরাহ করা হবে। কাজেই জেলা নির্বাচন অফিসারগণের নিকট মজুদকৃত সিল যোগ করে ভোটকেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ইতোপূর্বে প্রেরণকৃত ফরম এবং প্যাকেট যথারীতি সংরক্ষণ করতে হবে এবং অতিরিক্ত ফরম ও প্যাকেটের চাহিদা প্রেরণ করতঃ সংগ্রহ করতে হবে।

৭। **স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত নির্বাচনি সামগ্রীর ব্যবহার:** কিছু কিছু নির্বাচনি সামগ্রী যথা-বল পয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ ও কার্বন কাগজ, ছুরি, সুঁই, সুতা, মোমবাতি, গামপট, দিয়াশলাই, গ্লু, স্ট্যাম্প প্যাডের কালি, লোহা বা প্লাষ্টিকের পাত, দেয়াল-পত্র যথাঃ ''প্রবেশ''. ''বাহির'' ''ভোটকক্ষ নং ..... (পুরুষ)'', ''ভোটকক্ষ নং ..... (মহিলা)'', ''প্রিজাইডিং অফিসার'', ''সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার'', ''পোলিং অফিসার'', লেখা প্লেকার্ড ইত্যাদি জেলা নির্বাচন অফিসারগণ স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ/সংগ্রহ করবেন। এ প্রসংগে স্মর্তব্য যে, এ সকল নির্বাচনি সামগ্রী ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের যোগ্য কিনা তা স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের সময় গুণাগুণ যাচাই করে ক্রয় করতে হবে, যাতে ভোটগ্রহণের সময় কোন বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। উল্লিখিত নির্বাচনি সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ক্রয়/মুদ্রণের জন্য অতিসত্বর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।

১১-১২-২০১৩

**(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৫০৯

তারিখঃ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ১১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, .....(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, .....(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, .....(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১৮. পুলিশ সুপার, .....(সকল)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, .....(সকল)
২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, .....(সকল)
২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, .....(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, .....(সকল)
২৬. জেলা তথ্য অফিসার, .....(সকল)
২৭. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, .....(সকল)
২৯. অফিসার ইনচার্জ, .....(সকল)
৩০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

**(মোঃ ফরহাদ হোসেন)**
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

## দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

## প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি প্রয়োজন হবে তার তালিকা

**১ম ভাগ:**

| | |
|---|---|
| (১) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি<br>( প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত) |
| (২) ভোটার তালিকা (ছবিসহ) | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার দুই কপি |
| (৩) ব্যালট পেপার | ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ভোট দেবেন তত ব্যালট পেপার |
| (৪) অমোচনীয় কালির কলম | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি কলম এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত |
| (৫) রাবারের সিলমোহর (অফিসিয়াল সিল) | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত |
| (৬) ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য রাবারের সিলমোহর (মার্কিং সিল) | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি অথবা ২টি উদ্বৃত্ত |
| (৭) স্ট্যাম্প প্যাড | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত |
| (৮) গালা | প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা পাউন্ডের এক বাক্স |
| (৯) পিতলের সিলমোহর (ব্রাস সিল) | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য একটি |
| (১০) ভোটকেন্দ্রে দ্রব্যাদি বহনের জন্য চটের থলি (গানি ব্যাগ) | প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি |
| (১১) মনিহারী দ্রব্যাদি বহনের জন্য ছোট চটের থলি (গানি ব্যাগ) | প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি |

**২য় ভাগ**

**ফরমসমূহঃ**

| | |
|---|---|
| (১) ফরম-১৩ এ ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (২) ফরম-১৪ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি |
| (৩) ফরম-১৫ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি |
| (৪) ফরম-১৬ ভোটগণনার বিবরণী | প্রতি ভোট কেন্দ্রের জন্য ১৫টি |
| (৫) ফরম-১৭ ব্যালট পেপারের হিসাব | প্রতি ভোট কেন্দ্রের জন্য ১০টি |

**প্যাকেটসমূহঃ**

| | | |
|---|---|---|
| (১) প্যাকেট-১ | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট | প্রার্থী প্রতি একটি। প্রয়োজনবোধে প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি উদ্বৃত্ত |
| (২) প্যাকেট-২ | গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (৩)প্যাকেট-৩ | প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (৪) প্যাকেট-৪ | অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (৫) প্যাকেট-৫ | বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (৬) প্যাকেট-৬ | টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে এবং যে কক্ষে টেন্ডার্ড ভোট প্রদত্ত হবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি হিসাবে সরবরাহ করতে হবে) |
| (৭) প্যাকেট-৭ | ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহের প্যাকেটগুলি (প্যাকেট-৬) রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |

| | | |
|---|---|---|
| (৮) প্যাকেট-৮ | আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে, যে কক্ষে প্রয়োজন হবে সেই কক্ষে সরবরাহ করা হবে) |
| (৯) প্যাকেট-৯ | চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১০) প্যাকেট-১০ | ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১১) প্যাকেট-১১ | টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১২) প্যাকেট-১২ | ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের বিবরণী | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১৩) প্যাকেট-১৩ | আপত্তিকৃত ভোটার তালিকা রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১৪) প্যাকেট-১৪ | ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১৫) প্যাকেট-১৫ | ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১৬) প্যাকেট-১৬ | বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |
| (১৭) বিশেষ খাম | ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি |

## ৩য় ভাগ

(ক) স্থানীয়ভাবে ক্রয়যোগ্য

| | |
|---|---|
| (১) বল পয়েন্ট কলম | প্রতি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার জন্য ১টি এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অন্য কোন কর্মকর্তার জন্য ১টি |
| (২) সাদা কাগজ ও কার্বন কাগজ | প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা দিস্তা |
| (৩) কার্বন কাগজ | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২ সীট |
| (৪) ছুরি | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি |
| (৫) সুঁই (বড় সাইজ) | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি |
| (৬) সুতা (ছোট বল) | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি |
| (৭) মোমবাতি (বড় সাইজ) | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৬টি |
| (৮) গামপট | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি |
| (৯) দিয়াশলাই | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি |
| (১০) গ্লু | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি টিউব |
| (১১) স্ট্যাম্প প্যাডের কালি | প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১ শিশি |
| (১২) মুড়িপত্র হতে ব্যালট কাগজ পৃথক করার উদ্দেশ্যে লোহা বা প্লাস্টিকের তৈরী পাত | প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি |

(খ) স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ করতে হবেঃ

| | | |
|---|---|---|
| দেওয়াল পত্র - | (১) | ''প্রবেশ'', '' বাহির''<br>''ভোটকক্ষ নং ..... (পুরুষ)'',<br>''ভোটকক্ষ নং ..... (মহিলা)'' লিখিত প্লাকার্ড। |
| | (২) | ''প্রিজাইডিং অফিসার'', ''সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার'',<br>''পোলিং অফিসার'', ''পোলিং এজেন্ট'' লিখিত প্লাকার্ড। |

## ৪র্থ ভাগ

**ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যে সকল আসবাবপত্র রাখতে হবে:**

(ক) টেবিল, (খ) চেয়ার, (গ) বেঞ্চ।

**ভোটার কর্তৃক মার্কিং সিল প্রদানের স্থান (মার্কিং প্লেস):** প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে কক্ষে বা স্থানে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করবেন, তা চাদর, চট অথবা চাটাই বা বেড়া দ্বারা নির্মাণ করা অথবা অন্য কোনভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এটি মার্কিং প্লেস হিসাবে সুপরিচিত। এ বিষয়ে এইটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় কেহ যেন তা দেখতে না পারে।